ধারাবাহিক রচনা

হাডসন থেকে পটোম্যাক

জসিম মলিক

১.

নিউইয়র্কঃ বিশ্ব অভিবাসীর তীর্থভূমি

ঘোরাঘুরিতে আমার কোনো ক্লান্তি নেই। আমার এক বন্ধু একবার জিজ্ঞেস করেছিল আমি কত উড়তে পারি! আসলে আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে ঘুরতে ঘুরতেই আমি বিভিন্ন মানুষের দেখা পাই। নানা রঙের মানুষ। মানুষ নিয়ে কত রকম স্মৃতি তৈরী হয়। কত অম্লমধুর সব মুহূর্ত। হয়ত ক্ষনিকের জন্য, কিন্তু জীবনে তার মূল্যও কম না। পৃথিবীতে আসলে কোনো সম্পর্কই স্থায়ী না। এমনকি স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কও না। যাকে আজকে দেখলাম বা যার সাথে তৈরী হলো সুন্দর কিছু মুহুর্ত, তাকে হয়ত আর কখনও দেখবো না। কিন্তু রয়ে যাবে স্মৃতি। স্মৃতি ছাড়া মানুষের আর কিছুই থাকে না। তাই আমার যখন কিছূ লিখতে মন চায় তখন আমি স্মৃতির আশ্রয় নিতে পারি। লেখালেখির সুবিধা একটাই স্মৃতিগুলোকে নাড়াচাড়া করা যায়।

অনেকের সাথেই চমৎকার সখ্যতা গড়ে উঠে, আবার একদিন বিস্মৃতির অতলে তা হারিয়েও যায়। যা হারায় তা আর খুঁজতে যাইনা। যা একবার পিছনে ফেলে আসি সে দিকে আর ফিরে তাকাতে চাই না। যারা একসাথে পথ চলেছে, হাতে রেখেছে হাত, যারা উষ্ণ বুকের সুবাস ছড়িয়েছিল, দিয়েছিল হৃদস্পন্দন, সেই সব মানুষগুলো শুধুই হারায়! আসলে আমার কোনো বন্ধু নেই। যা বন্ধু বলে ভ্রম হয় তা আসলে বন্ধুত্ব না। বস্তুত আমি খুব একাকী মানুষ। নিঃসঙ্গ। কই আমার তো খারাপ লাগে না একাকীত্ব! আমি একাকীত্বতে উপভোগ করি। পৃথিবীতে কিছুই অনিবার্য নয়। এটা না হলে আমার চলবে না এরকম কখনও আমার মনে হয় না।

২৬ জুন ২০০৯। নিউইয়র্ক। ম্যানহাটনের পেন স্টেশনে গ্রে-হাউন্ড থেকে যখন নামি তখন রাত। ম্যানহাটন আমাকে খুব টানে। এমন প্রানের স্পন্দন পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। টোকিও, লন্ডন, প্যারিস, টরন্টো, রোম, সাংহাই, ঢাকা কোথাও না। টুইন টাওয়ার ধ্বংস হওয়ার পরও ম্যানহাটনের আবেদন কমেনি। নিউইয়র্ক আমার প্রানের শহর। নিউইয়র্ককে অর্থনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকে কেউ বলে বিশ্বের রাজধানী, অভিবাসীর দিক থেকে কেউ বলে বিশ্ব অভিবাসীর তীর্থভূমি। নিউইয়র্ককে একেকজন একেকভাবে দেখে থাকে। বর্ণনাও দেয় সেভাবেই। অন্ধরা

হাতির এক এক অঙ্গ স্পর্শ করে এক এক ভাবে ধারনা নেয় পূর্ণাঙ্গ হাতি সম্পর্কে। নিউইয়র্ক সবাই চোখ মেলে দেখে। প্রাণ ভরে উপভোগ করেও সবাই ভিন্ন ভিন্নভাবে নিউইয়র্ককে তুলে ধরে। পৃথিবীর এমন কোন দেশ নেই, এমন কোন ভাষা কিংবা সংস্কৃতি নেই যে দেশের মানুষ এবং সংস্কৃতি নিউইয়র্কে নেই। ম্যানহাটনের স্থাপত্য সৌন্দর্য আর ষ্ট্যাচু অব লিবার্টির আকর্ষণ অকল্পনীয়। প্রতিবছর হাজার হাজার পর্যটক কেবল ম্যানহাটনের রূপসৌন্দর্য উপভোগ করতেই মোজাইক সিটি নিউইয়র্কে পা রাখে। ধ্বংসপ্রাপ্ত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের স্থানটিকে এখন বলা হয় গ্রাউন্ড জিরো। সেটি দেখতেও প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ভীড় জমায়।

বাসস্ট্যান্ড থেকে সোজা সাংবাদিক আকবর হায়দার কিরনের বাসায়। লাগেজ রেখে ভাতিজা আরিফের গাড়িতে চলে যাই জ্যাকসন হাইটসে। আরিফ যে আমাকে নিতে আসবে এটা আমি ভাবিনি। সে প্রায়ই কথা দিয়ে কথা রাখতে পারে না। আজই বই মেলা উদ্বোধন হয়েছে। আমাদের পৌঁছাতে রাত দশটা বেজে যায়। তারপরও দেখি বেশ লোকজন। বেশীরভাগই লেখক সাংবাদিকরা আড্ডা দিচ্ছে। অনন্যার প্রকাশক মুনিরুল হক এসেছেন ঢাকা থেকে। সুদুর লসএঞ্জেলেস থেকে এসেছে আমার বন্ধু প্রদীপ পাল। সে কাল সকালেই আবার ফিরে যাবে।

অনেক অচেনা মানুষদের সাথে কিরন ভাইয়ের মাধ্যমে পরিচিত হয়েছি। কিরন ভাই নিউইয়র্কে সর্বজন প্রিয় একজন মানুষ। তিনি বিভিন্ন সময় নিউইয়র্কে আমার পরিচিতির পরিধিটা বড় করে দিয়েছেন। এমনকি আমার শহর টরন্টোর চেয়েও আমেরিকার বেশী মানুষদের আমি চিনি। ঘুরেছিও এই দেশটি বেশী। তার মাধ্যমে একটি অসাধারন দম্পতির সাথে পরিচয় হলো এবার। এরা হচ্ছেন জাকারিয়া মহিউদ্দিন ও বীনা বর্মন। জাকারিয়া চমৎকার গীটার বাজান এবং বীনা চমৎকার সঙ্গীত করেন। জাকারিয়া একসময় পপ সঙ্গীতের লিজেন্ড আজম খানের সঙ্গে কাজ করেছেন। তিনি গানও করেন চমৎকার। গভীর রাতে জ্যাকের গীটারের সুরের মুর্ছনায় হারায় হৃদয়। বীনা চমৎকার রাঁধেনও বটে। তার আন্তরিকতা অসাধারন।

আর এক দম্পতি আমাকে বিমুগ্ধ করেছে তারা হলেন বাংলা টিভির মীর শিবলি ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শারমিন রেজা ইভা। যখনই নিউইয়র্ক গিয়েছি তারা তাদের আন্তরকতায় ছোঁয়া দিয়ে মুগ্ধ করেছেন। তাদের সাথেও প্রথম পরিচয় ঘটে কিরণ ভাইয়ের মাধ্যমে। আমরা এবার একসাথে ওয়াশিংটন ডিসি গিয়েছিলাম ফোবানায় যোগ দিতে। ফোবানা প্রসঙ্গে পরে আসছি।

২৯ জুন ঢাকা ক্লাবে সাপ্তাহিক ঠিকানা 'মুক্তধারা ফাউন্ডেশন' আয়োজিত আন্তর্জাতিক বাংলা উৎসব ও বই মেলায় দুই বাংলা থেকে আগত অতিথিদের সম্মানে এক মধ্যহ্নভোজের আয়োজন করে। উলেখ্য সাপ্তাহিক ঠিকানা এবার বাংলা উৎসবের মিডিয়া পার্টনার ছিল। সেখানে অনেকদিন পর

দেখা হলো কানাডার প্রাক্তন হাইকমিশনার রফিক আহমেদ খানের সাথে। এন টিভির সৈয়দ এম হোসেন, আবির আলমগীর, ড. মুহম্মদ সামাদ, এনার হারুণ চৌধুরী প্রমূখের সাথে দেখা হয়। লেখক ফকির ইলিয়াস এবং দেবানন্দ সরকারের সাথে প্রথম পরিচয় হলো মেলায়।

লেখক সমরেশ মজুমাদারের সাথে কথা হলে তাকে বললাম, আশির দশকে যখন আপনার ট্রিলজি ’কাল বেলা, কালপুরুষ ও উত্তরাধিকার’ প্রকাশিত হয় তখন কী সারাটাই না পড়েছিল। ’কাল বেলা’র একটি অবিস্মরনীয় চরিত্র ছিল অর্ক। তখন দুই বাংলায় অনেকেই তাদের পুত্র সন্তানের নাম রেখেছিল অর্ক। আমিও রেখেছিলাম। এটা শুনে সমরেশ মজুমদার তার কাল বেলা বইটিতে আমার ছেলেকে অটোগ্রাফ দিলেন, লিখলেন, ”অর্ক, নিশ্চয়ই তোমার নামের মানে জানো? সূর্যের মতো হও”।

২.

আটিলান্টিক সিটিঃ সাগরের তীর থেকে..

ওইদনই চলে গেলাম আটলান্টিক সিটি। সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন ও কিরন ভাই আমাকে গ্রেহাহাউন্ডের বাসে উঠিয়ে দিলেন। আমার ভাগ্নি সোনিয়া আর পারভেজের ওখানে যাই প্রতি বছর। ওরা আমার আসা উপলক্ষ্যে পার্টির ব্যবস্থা করেছে। সেখানে এসেছেন সপরিবারে সোলায়মান ভাই, আবুল কালাম আজাদ, ইমামুল হক তাপস, মিসেস গোলাম কিবরিয়া প্রমূখ। অনেক রাতে আমরা ব্রিগাইনটাউইন সী বিচে গেলাম ঘুরতে। আটলান্টিকের কাছে গেলেই মন কেমন হয়ে যায় না!। এই মানুষ আমরা কত যে ক্ষুদ্র তা সাগরের কাছে না গেলে বোঝাই যায় না। এই শহরটিতে যখনই আসি তখনই ক্যাসিনোতে যাওয়ার চেয়েও সাগরের ঢেউয়ের শব্দ শুনতে আমি বেশী আগ্রহী। মহাসমুদ্রের ফেনিল উচ্ছাস! সাগর আর আকাশ আমাকে বিভোর করে দেয়। যেখানেই গিয়েছি সাগর খুঁজেছি। আটলান্টিক থেকে প্রসান্ত মাহাসাগর, কৃষ্ণ সাগর থেকে বঙ্গোপসাগর! এই জীবনটা যে কত অকিঞ্চিতকর তা সাগরের কাছে এলে বোঝা যায়। সাগর আমাকে টানে।

পরদিন আমরা গেলাম কেপ মে কাউন্টিতে এক চমৎকার নৈসর্গিক জায়গায়, পিকনিকে। আটলান্টিক সিটি থেকে বেশ খানিকটা দুরে। পারভেজ আগে থেকেই বলে রখেছে যে আমাকে যেতে হবে। ওর মনে কষ্ট দেয়ার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। ও আমার প্রিয় মানুষদের একজন। সাধারনতঃ আমি এই ধরনের অনুষ্ঠান এভোয়েড করি। কারণ অনেক মানুষের মধ্যে আমি খুব স্বস্তি বোধ করি না। মানুষের অনেক কথা থাকে। অনেক গল্প। আমার বলার মতো কোনো গল্প নেই। দু’এক মিনেটেই আমার কথা শেষ হয়ে যায়। কিছুদিন আগে টরন্টোতে একজন নামকরা লেখক

এসেছিলেন। আমাকে ফোন করে বললেন, আমি এসেছি, তুমি আসো দেখা করতে। কিন্তু আমি সেখানে গিয়ে কী করবো! (চলবে)

jasim.mallik@gmail.com

Toronto